দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 MAY 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

'কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির আর দরকার নেই'

শিক্ষা উপকরণ বোর্ড গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ

॥ কাশেম হুমায়ুন ॥

বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে। সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা জাতীয় অর্থ-নৈতিক পরিষদ (একনেক) বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চলতি মে মাস পর্যন্ত বেতন ও ভাতা প্রদান করে 'তাদের চাকরির আর দরকার নেই' বলে নোটিশ প্রদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেকের সভায় এই প্রকল্পটির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৯১ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পটির জন্য ১৮ কোটি ৪৫ লাখ ৯১ হাজার টাকা ব্যয় হলেও প্রকল্পটি লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়নি। নিজস্ব আয় দিয়ে প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের বেতন দেয়া সম্ভব নয়।

উপকরণ ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৫

উপকরণ ঃ বোর্ড গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে

(১ম পাতার পর)

বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ব্যুরোকে পুনর্বিন্যাস করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগী বিভাগ হিসেবে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯৭৬ সালে অনুমোদিত ১১ কোটি ৮১ লাখ ৭০ হাজার টাকার সাবেক বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ব্যুরো সম্প্রসারণ প্রকল্পটি এতে অন্তর্ভুক্ত করে মোট ১২ কোটি ৫৩ লাখ ৯ হাজার টাকা ব্যয় সম্বলিত শিক্ষা উপকরণ বোর্ড শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়।

প্রকল্পটি কয়েকবার সংশোধনের পর 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সবশেষে মোট ১৭ কোটি ৫৫ লাখ ৯৬ হাজার টাকা ব্যয়ে জুন' ৮৮তে সমাপ্তির জন্য ১৯৮৮ সালের ৬ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত একনেকের সভায় কিছু শর্ত সাপেক্ষে প্রকল্পটির সংশোধিত ও অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পটি মেয়াদ আরো দু'বছর বৃদ্ধি করা হয়।

প্রকল্পটি মূল্যায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বহিঃ-মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৮৯ সালের ১২ই মার্চ এই কমিটি পেশকৃত রিপোর্টের উল্লেখ করেছে যে, দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ডে অব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে।

একনেক অনুমোদন করেনি

শিক্ষামন্ত্রণালয় সম্প্রতি ৭ কোটি ২৫ লাখ ৬৩ হাজার টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২০ কোটি ৪৬ লাখ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নকাল জুন '৯২ পর্যন্ত নির্ধারণ করে বাংলাদেশ শিক্ষা উপ-করণ বোর্ড (প্রকল্প সারপত্র) অনু-মোদনের জন্য একনেকের কাছে পাঠায়।

একনেকের বৈঠকে প্রকল্পটির অনুমোদন প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়, প্রকল্পটি আরো অধিক সময়ের জন্য চালু এবং সরকারী খাতে অর্থায়নের কোন যুক্তি নেই।

একনেক প্রকল্পটি গুটিয়ে ফেলে এর জন্য সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসহ সকল সম্পদ বিদ্যমান সরকারী বিধি মোতা-বেক 'লিকুইডেট' করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং মে '৯২ পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান করে নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়।